দৈনিক সংবাদ

163

তারিখ ... SEP 09 1999
পৃঃ 8 কলাম 2

কে কার উপরে

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে মিগ কেনা সংক্রান্ত আলোচনায় বিমানবাহিনী প্রধান উক্ত সভার সদস্য আখতারুজ্জামানকে সভার ভিতরেই বলেন যে, জনাব আখতারুজ্জামান অনেক অবান্তর কথা বলেন। এর উত্তরে আখতারুজ্জামান বলেন যে, সংসদীয় কমিটিতে বিমানবাহিনী প্রধানই জনাব আখতারুজ্জামানের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। এর উত্তরে নৌবাহিনী প্রধান বলেন যে, কে কার উপরে আগে সেটা ঠিক করতে হবে।

উপরের কথাগুলো নেহায়েত বাক্যালাপ বোঝালেও এসব আলোচনা সুষ্ঠু পরিবেশে হয়নি। বাকবিতন্ডা হয়েছে। পাশাপাশি খোদ সংসদীয় কমিটিতে সংসদীয় কমিটির সদস্য একজন সাংসদ সম্পর্কে বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনীর প্রধানের মন্তব্য সংসদের ভাবমূর্তি এবং অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে কি না সে বিষয়ে কোন আলোচনার ইঙ্গিত খবরের কাগজে পাওয়া যায়নি। একজন সরকারি কর্মচারী (সুশীল) যদি এধরনের বাক্য ব্যবহার করতেন তাহলে সমস্ত সংসদ উক্ত সুশীল কর্মকর্তার উপর একযোগে আক্রমণ চালাতেন। অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যকে সংসদীয় কমিটির সভায় এহেন মন্তব্য করার পরও বিষয়টি সযত্নে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেকোন গণতান্ত্রিক দেশের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের দ্বারা সংসদ সদস্য সম্পর্কে এরূপ উক্তি অকল্পনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের সংসদে এজাতীয় মন্তব্য অত্যন্ত স্বাভাবিক; কারণ সরকার (যে সরকারই হোক) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপই এজাতীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির মূল কারণ। এ ব্যাপারে ১৯৮৬ সালে রচিত পদমর্যাদার অগ্রগামিতার প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এ তালিকায় ক্যাবিনেট ও প্রিন্সিপাল সচিবসহ স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ ১৩নং তালিকাভুক্ত এবং সংসদ সদস্যগণ তালিকার ১৪ নম্বরে। কাজেই দেখা যাচ্ছে পদমর্যাদার অগ্রগামিতায় সরকারই সামরিক বাহিনীর প্রধানগণকে সংসদ সদস্যদের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাই নিম্ন পদমর্যাদার সাংসদ দ্বারা গঠিত কোন কমিটির কাছে উচ্চ পদমর্যাদার কোন ব্যক্তি জবাবদিহি তো দূরের কথা তদন্তের মুখোমুখি হওয়ারও কোন এখতিয়ার সরকারি বিধান অনুযায়ী নেই। এমতাবস্থায় পদমর্যাদার অগ্রগামিতায় ১৪ নম্বর পদমর্যাদাধারীরা কি করে ১৩ নম্বর পদমর্যাদাধারীদের জবাবদিহিতায় বাধ্য করতে পারেন?

পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে গণতন্ত্রী লালিত, পরিচর্যায়িত এবং প্রয়োগ হচ্ছে। ফলে ভারতে পদমর্যাদার অগ্রগামিতায় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুশীল সমাজের অতিরিক্ত সচিব; মেজর জেনারেল যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার। কেবলমাত্র পূর্ণ জেনারেলই সচিব পদমর্যাদার। সেদেশে সংসদ সদস্যদের স্থান সচিবদের উর্ধ্বে। ভারতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একজন আলাদা মন্ত্রীর অধীন। জগজীবন রাম ডিফেন্স মিনিস্টার থাকাকালে ভারতের জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফস এক পার্টিতে তাকে দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে চলার দায়ে পরদিন জগজীবন রাম তাকে তার দপ্তরে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেন যে, আগের দিন রাতের পার্টিতে তিনি গিয়েছিলেন কিনা? সেনাবাহিনীর প্রধান হ্যাঁসূচক উত্তর দেয়ার পর জগজীবন রাম তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, উক্ত পার্টিতে সেনাপ্রধান জগজীবন রামের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন কি না।

এর উত্তরে সেনবাবাহিনী প্রধান জানান যে, তিনি ডিফেন্স মিনিস্টারের উপস্থিতি খেয়াল করতে পারেননি। এরপর জগজীবন রাম সেনাপ্রধানকে বলেন যে, যে সেনাবাহিনী প্রধান কোন অনুষ্ঠানে তার মিনিস্টারকেই খেয়াল রাখতে পারে না সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়ার যোগ্যতা তার নেই এবং ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেনাপ্রধানের হাতে বরখাস্তের আদেশ তুলে দেন। সম্প্রতিকালেও ভারতে নৌবাহিনী প্রধান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করার জন্য পদচ্যুত হয়েছেন। এসমস্ত ঘটনার কোনটিই সংসদীয় কমিটি পর্যন্ত গড়ায়নি; তার আগে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে অবজ্ঞা অথবা নির্দেশ অমান্যের কারণে সেনাপ্রধান ও নৌবাহিনীর প্রধানকে পদচ্যুত হতে হয়েছে।

সম্প্রতিকালে সংবাদ পত্রিকায় ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় জনসাধারণের প্রবেশের উপর বিধিনিষেধ সম্পর্কে এক প্রতিবেদনে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, সামরিক বাহিনী সংবিধানের উর্ধ্বে কি না। পাশাপাশি অতি সম্প্রতিকালেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংসদ সদস্যকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি অথচ বিদেশী রাষ্ট্রদূত, বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, এমনকি বিদেশী সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের (যারা দেশের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ) অবাধে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রবেশের অনুমতিদানসহ সামরিক প্রতিস্থাপনাগুলো সযত্নে ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে। অথচ দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, প্রাক্তন মন্ত্রী, সংসদের উপনেতা এবং সাংসদদের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় রাস্তার এ পাশ দিয়ে ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বেড়িয়ে যাবারও অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান হতে স্বাধীন হলেও বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানী মনমানসিকতা নিয়েই এদেশের সেনাবাহিনীতে কাজ শুরু করেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭৫ এবং ১৯৮২ সালে দেশে পাকিস্তানী আদলে, জনপ্রতিনিধিদের হটিয়ে সামরিক শাসন জারি হয়েছে। বিগত সংসদীয় কমিটির সভায় বিমান ও নৌবাহিনী প্রধানের বক্তব্যগুলো সেই মানসিকতারই প্রতিফলন মাত্র। সামরিক শাসন জারি করলেই যেখানে সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতি এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান উপ-রাষ্ট্রপতি পদ পেতে পারেন, সেখানে ১৯৮৬ সালে পদমর্যাদার অগ্রগামিতায় তাদের স্থান সংসদ সদস্যের উপরে থাকা বিচিত্র নয়, বরং তাদের পদমর্যাদা ২ ও ৩ নম্বরে না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। ১৯৭২ হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশে কোন মন্ত্রী ডিফেন্স মিনিস্টারের দায়িত্বে থাকেননি, কারণ আমাদের সেনাপ্রধান কোন মন্ত্রীর অধীনে থাকতে আগ্রহী নন। ফলে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীকেই এ দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে যা আদৌ সু-সরকারের পরিচায়ক নয়।

পরিশেষে একথা বলেই শেষ করতে চাই যে, এই বাদানুবাদ দেশে গণতন্ত্রের অস্তিত্বের পরিপন্থী। বিষয়টি যত হালকাভাবে সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়েছে বিষয়টি তত হালকা নয়। এ ব্যাপারে জনমত যাচাই করলে বিষয়টি সম্পর্কে জনগণের বিরূপ মন্তব্যই পাওয়া যাবে। দু'বার স্বাধীনতাসহ মোট ৫২ বছরেও আমলারা যেমন প্রশাসক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি, তেমনি সেনাবাহিনীও দেশের নিরাপত্তা প্রহরী- একথাটি ভুলে যেয়ে তারা দেশের প্রশাসক এই মনোবৃত্তিতেই আবর্তিত হচ্ছেন বিধায় দেশের জনগণ দেশের ভাগ্য নিয়ন্তা নহেন বরং তাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের টাকায় লালিত সামরিক ও সুশীল আমলাদের দ্বারা নিষ্পেষিত দাসানুদাস এক জনগোষ্ঠী।

মোঃ আজিজ
১৭, সপুরা, রাজশাহী